# জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা

নূর আয়েশা সিদ্দিকা

# জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা


নূর আয়েশা সিদ্দিকা
জেদ্দা, সৌদি আরব



প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ■ মগবাজার ■ বাংলাবাজার


www.pathagar.org

# জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা

## নূর আয়েশা সিদ্দিকা

**ISBN : 978-984-8808-39-9**

**গ্রন্থস্বত্ব**
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

**প্রকাশক**
**মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া**
প্রোপ্রাইটর
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

**প্রকাশকাল**
জুন-২০১২ ঈসায়ী
শাবান-১৪৩৩ হিজরী
আষাঢ়-১৪১৯ বাংলা

**প্রচ্ছদ**
আহসান কম্পিউটার হাউজ
কাটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২২১৯৫

**মুদ্রণ**
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

**মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র**

---

**Jamatbaddho Jibon Japoner Oporiharjata** (Essentiality of Collective life leading) written by **Nur Ayesha Siddiqua** Published by Ahsan Publication, Katabon Masjid Complex, Dhaka-1000. First Edition June-2012 Price **Tk. 25.00** only
**AP-89**

www.pathagar.org

## তোহফা

আমার প্রিয় মা-কে
যিনি আমার কাছে
দানের অনুপম আদর্শ

www.pathagar.org

# সূচী

ভূমিকা ॥ ৫

জামায়াত শব্দের শাব্দিক অর্থ ॥ ৭

পরিভাষাগত অর্থ ॥ ৭

জামায়াতবদ্ধতার স্বাভাবিকতা ॥ ৯

কোরআন হাদীসের আলোকে জামায়াতবদ্ধতা ফরয হবাব দলিল ॥ ১২

জামায়াতবদ্ধতার আসল উদ্দেশ্য ॥ ২০

জামায়াতী জীবনের ফজিলত ॥ ২১

দুনিয়ার জীবনে জামায়াতবদ্ধতার উপকারিতা ॥ ২২

জামায়াত ত্যাগের পরিণতি ॥ ২৩

ইসলামী জামায়াত বা সংগঠনের মূল উপাদান ॥ ২৫

নির্দেশনা ॥ ২৬

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ॥ ২৬

www.pathagar.org

# ভূমিকা

মানুষ কখনো একা বাস করতে পারে না। সামাজিক কিংবা ধর্মীয় কোন দিক হতেই মানুষের জন্য একা কিংবা জনবিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বার বার দলবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার রাসূল (সঃ) এর হাদীসেও একাকী থাকার ব্যাপারে বার বার নিষেধ করা হয়েছে। মূলত সংঘবদ্ধ জীবন বা জামায়াতী জিন্দেগী ঈমানের প্রতিরক্ষা দেয়ালের ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর রহমত লাভ করে। যা তাকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। আর অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াতে যেমনি শয়তানের সহজ শিকার হয়। তেমনি জাহান্নামই হবে তার শেষ গন্তব্য।

আর বর্তমান বিশ্বে ইসলামের এই ঘোর দুর্দিনে মুসলমানদের সংঘবদ্ধতার বিকল্প নেই। বিশ্বে এখন যে বিরাট সংখ্যক মুসলমান রয়েছে তারা সবাই যদি আজ ঐক্যবদ্ধ থাকতো তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাদের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিলো না। কিন্তু সামান্য বিষয় নিয়ে মতভেদ ও দলাদলির কারণে আজ মুসলমানরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি দ্বারাও লাঞ্ছিত।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- 'মানুষের প্রতি আল্লাহর এমন আযাবও আসতে পারে, যার ফলে তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হবে, তোমরা পরস্পর কাটাকাটি করে মরবে। (সূরা আল আনআম-৬৫)

এই বইটির আলোচনার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ আধুনিক প্রকাশনী হতে প্রকাশিত 'ষ্টাডী সার্কেল' বইয়ে উল্লেখিত পয়েন্ট অনুসরণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহর কাছে সম্মানিত লেখকের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

নূর আয়েশা সিদ্দিকা

জেদ্দা, সৌদি আরব

২৫-১২-২০১১

noor.siddiqua@yahoo.com

www.pathagar.org

www.pathagar.org

**জামায়াত শব্দের শাব্দিক অর্থ :** 'জামায়াত' শব্দটি আরবী হরফ জীম, মীম, আঈন দিয়ে গঠিত। এর অর্থ বিক্ষিপ্ত কোন বস্তুকে একত্র করা বা দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ করা। জামায়াত শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ organisation।

জামায়াত শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'তানজীম'। আবার এর আরেক কুরআনী পরিভাষা 'উম্মাহ'। 'উম্মাহ' শব্দের অর্থও জাতি, দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়।

**পরিভাষাগত অর্থ :** কিছু সংখ্যক মানুষ যখন নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে এক দেহ এক প্রাণরূপে সুশৃংখলভাবে কাজ করে তখন তাকে বলা হয় জামায়াত।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। (সূরা আল ইমরান-১০৩)

এখানে রজ্জু বলতে কুরআন তথা দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের বর্ণনায় বলা হয়েছে -আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে কোরআন। (ইবনে কাসীর)

কুরআন অথবা দ্বীনকে রজ্জুর সাথে তুলনা করার কারণ হলো, এটা

www.pathagar.org

এমন এক সম্পর্ক যা একদিকে আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের সম্পর্ক জুড়ে দেয়। অন্যদিকে ঈমানদারদের সাথে ঈমানদারদের হৃদয়কে গেঁথে দেয় ঐক্যের বন্ধনে।

যে কোন একতার একটি বিশেষ কেন্দ্র থাকা উচিত। বিভিন্ন জাতির একতার বিভিন্ন দিক রয়েছে। কোথাও বংশগত, কোথাও গোত্রগত, কোথাও ভাষাগত, আবার কোথাও বর্ণগত সম্পর্ককে একতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আল কোরআন এই একতাকে স্বীকার করেনা। বরং এসব কিছু বাদ দিয়ে একতার কেন্দ্রবিন্দু ' হাবলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জু তথা ইসলামকে নির্ধারণ করেছে। আর ইসলাম এও বলে মুসলমানরা সবাই এক জাতি। সে যে ভাষা বা দেশেরই হোক না কেন।

এ আয়াতে মূলত দুটি দিকের নির্দেশ দেয়া হয়েছে

(ক) সবাইকে আল্লাহর পাঠানো জীবন বিধানের অনুসারী হতে হবে।

(খ) আর সবাই মিলে জামায়াতবদ্ধভাবে এই পথকে আঁকড়ে ধরতে হবে। যাতে সব মুসলিমের মাঝে একতা গড়ে উঠে। আর এর উদ্দেশ্য সমস্ত ঈমানদারদেরকে একে অপরের সাথে মিলিয়ে এক জামায়াতভুক্ত করে তাদের আত্মসংশোধন করা।

কোরআনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলমানদেরকে প্রায় জায়গায় নির্দেশ দিতে গিয়ে যেমন পজেটিভ কথা বলা হয়েছে। তেমনি সাথে সাথে সেখানে নেগেটিভ কথা ও বলে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানেও একতাবদ্ধ বা জামায়াতবদ্ধ জীবনের বিপরীত পথে অগ্রসর হতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূল (সঃ) বলেছেন- 'আল্লাহ তায়ালা তিনটি কাজে খুশী হন (১) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। (২) একতাবদ্ধভাবে আল্লাহর দ্বীনকে ধারণ করা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়া। (৩) মুসলমান শাসকেদের সহযোগিতা করা। (সহীহ মুসলিম-১৭১৫)

www.pathagar.org

## জামায়াতবদ্ধতার স্বাভাবিকতা

(১) **মানুষ সামাজিক জীব :** মানুষ সহজাত ও স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সৃষ্টির শুরুতে আদিম গুহাবাসী মানুষ নিজেদের নিরাপত্তার তাগিদে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছিলো। মানুষ তিল তিল করে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক তা মেনে চলারও চেষ্টা করছে। কিন্তু দেখা গেছে বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ, গোত্রের মানুষ, মনগড়া নিয়ম বা রীতি-নীতির ভিত্তিতে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তা সমাজ শান্তির চাইতে আশান্তিই এনেছে বেশী। তাই সমাজবদ্ধ মানুষের সংঘবদ্ধ পথ চলা তখনই সমাজকে অনাবিল প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেবে যখন এর নিয়ম নীতিগুলো পরিচালিত হবে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।

(২) **প্রতিটি মানুষই জামায়াতভুক্ত :** প্রতিটি মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন না কোন জামাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কেননা মানুষ কখনো একা একা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করতে পারে না। যেমন - পরিবার, পাড়া, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, অফিস, ইত্যাদি।

(৩) **মানুষের প্রকৃতির দাবী :** সংঘবদ্ধতা মানুষের প্রকৃতির দাবী। যেমন - মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোও সংঘবদ্ধ হয়েই কাজ করছে।

একটি গল্প আছে, একবার একটি মানুষের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর মনে হলো তারা সবাই কাজ করছে। আর পেট অলসের মত কোন কাজ কর্ম না করেই পেটুকের মত শুধু খায়। তাই তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো। আজ হতে তারা কষ্ট করে আর কোন কাজ কর্ম করবে না। পরদিন সকালে চোখ তার পাতা খুললো না। পা উঠে হাঁটলো না। হাত উঠে কোন কাজ কর্ম করলো না। ব্রেইনও কাউকে কোন নির্দেশ দিলো না। এভাবে যে যার মত অলস কর্মবিহীন হয়ে পড়ে রইলো। ফলে পেটের জন্য কোন খাবারও জোগাড় হলনা। দিন শেষে দেখা গেল চোখ এত শক্তিহীন হয়ে পড়েছে যে, পাতা মেলে তাকাতেই পারছে না।

www.pathagar.org

পা এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, উঠে দাঁড়াতে পারছেনা। হাত ও শক্তিহীন হয়ে নড়াচড়াই করতে পারছে না। তখন সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গরাই বুঝতে পারলো, পেট শুধু অলসের মত খায়ই না। বরং খাবারগুলোকে পরিপাক করে শরীরের সর্বত্র শক্তি পৌঁছে দেয়। পরস্পর কর্মহীন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ফলে লোকটির দেহ যেমনি শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলো। তেমনি মানুষ একতাবদ্ধ না হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তাদের শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ গল্প হতে আরো দেখা যায় যে, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশ অর্থাৎ ব্রেইনের অধীনে থেকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হয়ে চলে। আর এই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে যখন তারা খাদ্য সংগ্রহ করে তখন সে খাদ্য হতে প্রাপ্ত শক্তি সারা দেহকে মজবুত রাখে। ঠিক তেমনিভাবে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে যখন সমস্ত মুসলমানরা এক দেহ এক প্রাণরূপে কাজ করবে তখন সে একতাবদ্ধ কর্মের শক্তি মুসলমানদেরকে জাতিগতভাবে শক্তিশালী করবে।

এজন্যই নো'মান বিন বশীর(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- 'পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত মুসলমানগণ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অংগ প্রত্যংগও তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরের অবস্থায়ই (সর্বাবস্থায় একে অপরের সুখ-দুখের ভাগী হয়)।' (বুখারী/মুসলিম-রিয়াদুস সালেহীন ১ম খন্ড হাদীস নং-২২৪))

(৪) **ধর্মের সার্বজনীনতা :** ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার। এ কথা অন্য ধর্মে থাকতে পারে। কিন্তু ইসলাম একটি ইজতিমায়ী দ্বীন। তাই ইসলামের সাথে সংঘবদ্ধতার সম্পর্ক অপরিসীম। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হবার কারণে সমাজ ও সংগঠনভুক্ত হওয়া ছাড়া তার কোন গত্যান্তর নেই। ইসলাম এই মানুষের জন্য, মানুষের সমাজের জন্যই।

www.pathagar.org

এখানে বৈরাগ্যবাদের কোন অবকাশ নেই। আর তাইতো আল কোরআন একক কোন ব্যক্তির জন্য নাজিল হয়নি। এই মহা গ্রন্থের প্রণেতা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বার বার এই গ্রন্থে 'হে মানব জাতি' 'হে ঈমানদারগণ' 'হে মুমিনগণ' বলে সংঘবদ্ধ একটি দলকে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ যারা এই কোরআনের অনুসরণ করবে এবং সমাজ জীবনে একে বাস্তবায়ন করবে। তাদেরকে অবশ্যই সংঘবদ্ধভাবেই এ কাজ করতে হবে। সুতরাং সংঘবদ্ধ জীবন ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করাই সম্ভব নয়। তাই জামায়াতী জিন্দেগীকে ইসলামের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(৫) **সমাজে সংঘবদ্ধতার শুভফল :** সর্বশেষ নবী (সঃ) কর্তৃক মুসলমানদের যে ইসলামী জামায়াত গড়ে উঠেছিলো তার বাস্তব নমুনা আজও ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। সম্পূর্ণ জাহেলিয়াতের তমসায় ঢেকে যাওয়া একটি নিপীড়িত জাতি মুক্তির দিশা পেয়েছিলো। হেরার রোশনাইতে ঝলসে উঠেছিলো তাদের সার্বিক জীবন ব্যবস্থা। আর এটি সম্ভব হয়েছিলো, একটি শতধা বিভক্ত জাতি যখন দল, মত, গোত্রীয় শাসন সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে এক ইসলামের ছায়াতলে একতাবদ্ধ হতে পেরেছিলো একই আদর্শেরই ভিত্তিতে।

(৬) **ব্যক্তি জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন :** ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামের সকল দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। ব্যক্তি জীবনের সাথে দ্বীনের এক ক্ষুদ্রতম অংশেরই সম্পর্ক রয়েছে মাত্র। সেটুকু কায়েম করে ফেললেও পূর্ণ দ্বীন কায়েম হয়ে যায় না। বরং সমাজ জীবনে কুফরীর প্রাধাণ্য থাকলে ব্যক্তির জীবনের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইসলাম কে কায়েম করা সম্ভব হবেনা। কেননা কুফরী সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব দিন দিন ব্যক্তির জীবনে ইসলামকে সীমিত ও সংকুচিত করতে থাকবে। তাই দ্বীনকে পূর্ণ রুপে কায়েমের জন্য সকল বিবেক সম্পন্ন মুসলমানের দলবদ্ধ হওয়া উচিত।

## কোরআন হাদীসের আলোকে জামায়াতবদ্ধতা ফরয হওয়ার দলিল

(১) আল্লাহর নির্দেশ:- আল কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান ১০৪)

এখানে আল্লাহ পাক মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণ কিসে নিহিত আছে তা উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতের ২টি দিক আছে

(ক) তোমরা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান জামায়াতবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন কর। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান বাস্তবায়ন একাকী সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা সংঘবদ্ধ বা একতাবদ্ধ হয়ে একাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

(খ) পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে আল্লাহর দেয়া বিধান বাস্তবায়নের চেষ্টা করলেও তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। সুতরাং একাকী আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চললেও অমান্যকারীদের দলভুক্তই হবে।

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে-

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে- তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। (সূরা আলে ইমরান ১০৫)

www.pathagar.org

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্যণীয় যে, ইজতিহাদী বিষয়ে পারস্পরিক মতপার্থক্য জায়েয। কিন্তু দ্বীনের যে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে সে সব বিষয়ে মত পার্থক্য করা জায়েয নয়।

আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান একতাবদ্ধ হয়েই পালন করতে হবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য কঠিন আযাবের সতর্কীকরণ ঘোষণা করা হয়েছে।

মোয়ায ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহ তায়ালা হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন-' মেষ পালের (শত্রু) বাঘের ন্যায় মানুষের বাঘ (শত্রু) শয়তান। মেষ পালের ভেতর হতে বাঘ সেই মেষটিকে ধরে নিয়ে যায়, যে একাকী বিচরণ করে। কিংবা(খাদ্যের অন্বেষণে) পাল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান, তোমরা দল ছেড়ে দুর্গম গিরি পথে যাবে না এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে।(আহমদ- হাদীসের আলোকে মানব জীবন হাদীস নং ২২৭)

মূলত আরব ভূখন্ড কিংবা আশে পাশের দেশগুলোতে যারা পশু পালন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তারা পশুর পালকে সব সময় দলবদ্ধভাবে চরায়। যাতে বাঘ কখনো কোন পশুকে ধরে নিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু ঘাস খেতে খেতে দল ছুট হয়ে যাওয়া পশুটিকে বাঘ সহজেই তার আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে নেয়। তাই রাসূল (সঃ) এ উপমাটি মুসলমানদের জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পরিণতি বুঝাতে ব্যবহার করেছেন।

**(২) রাসূলের দেখানো পথ :** রাসূল (সঃ) তাঁর দীর্ঘ নবুওয়াতী জীবন ব্যপী সংস্কার সাধনের যে কাজ পরিচালনা করে গেছেন এবং কামিয়াব লাভ করেছিলেন তাও ছিলো তাঁর সংঘবদ্ধ পথ চলার ফজিলত।

তাইতো আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহ বলেন, নবী(সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন- 'সফরে এক সঙ্গে তিনজন থাকলে তাদের মধ্য হতে একজনকে তারা যেন অবশ্যই আমীর বানিয়ে নেয়।' (আবু দাউদ / হাদীস শরীফ পৃ. ১৭৫)

www.pathagar.org

এই হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, নিজ ঘরে কিংবা জনপদে, অথবা রাষ্ট্রে কিংবা সমাজে এমন কি সফরে যে অবস্থায়ই হোক না কেন একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সংঘবদ্ধ থাকতে হবে। আর একজন নেতার আনুগত্য করতে হবে। এ বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে একাধিক হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বেশ কয়েকজন সাহাবীই এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি আল্লাহ হতে বর্ণিত, নবী(সঃ) বলেছেন' তিনজন লোক যখন কোন এলাকার কোন মরুভূমির মধ্যে থাকবে, তখনও তাদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে নেয়া কর্তব্য।' (মুসনাদে আহমদ/ হাদীস শরীফ পৃ.১৭৫)

আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহ হতে বর্ণিত, রাসূল(সঃ) বলেছেন,' তিনজন লোক যখন সফরে বের হবে, তখন অবশ্যই তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে। '( আবু দাউদ/ হাদীস শরীফ-পৃ.১৭৫)

বাজ্জার ও তাবারানীও এই হাদীস সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ হতে বর্ণিত, নবী(সঃ) বলেছেন' তোমরা যখন তিনজন লোক সফরে থাকবে, তখনো তোমাদের একজন কে আমীর বানিয়ে নেবে। সে হবে এমন আমীর যাকে স্বয়ং রাসূল(সঃ) নিযুক্ত করেছেন।' ( হাদীস শরীফ পৃ. ১৭৫)

এ সব কয়টি হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামী জামাতবদ্ধতার পাশাপাশি এর সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কত হবে। তিনজন হলেই যেমনি জামায়াত গঠন আবশ্যক তেমনি এর চেয়ে বেশী সংখ্যক ব্যক্তির জন্য জামায়াত গঠন অনস্বীকার্য। কেননা সংঘবদ্ধতা ও একজন নেতার নির্দেশ পালন ব্যক্তির জীবনকে শৃংখলাবদ্ধ করে। উপরন্তু বাতিল ও কুফরী শক্তি যেখানে সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত, সেখানে একে পরাজিত করে সত্যের বিজয় সম্পাদনের জন্য সত্যপন্থী ও ইসলামী আদর্শবাহী লোকদের সংঘবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা একান্ত কর্তব্য। আর ইসলামী

আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর একটি কথা হলো, একজন মুসলিমকে হয়তো আমীর বা হুকুমকর্তা হতে হবে। আর না হয় মামুর বা হুকুমপালনকারী হতে হবে। এ দু'য়ের চেয়ে ব্যতিক্রম অবস্থা কিছুতেই আল্লাহর কাছে স্বীকৃত নয়।

(৩) **ইসলামের অনিবার্য দাবী :** দ্বীন ইসলামে 'জামায়াত'কে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। আর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রচারের জন্য এই কর্মনীতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, প্রথমে একটি সুশৃংখল দল গঠন করতে হবে। আর তার পরেই আল্লাহর পথে চেষ্টা সাধনা চালাতে হবে। এ কারণেই জামায়াতবদ্ধতা ফরয করা হয়েছে।

তাই হযরত ওমর (রাঃ) বলেনে- লা ইসলামা ইল্লা বিল জামায়াহ, ওয়ালা জামায়া'তা ইল্লা বি ইমারাহ, ওয়ালা ইমারাতা ইল্লা বি তোআ'হ।

অর্থ- জামায়াত ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া জামায়াত নেই। আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।

এখানে ওমর(রাঃ) কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে ইসলামের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে ইসলামের ব্যাখ্যার পাশাপাশি ইসলামী জামায়াতের কাঠামো সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যায়।

(৪) **শয়তানের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য :** রাসূল (সঃ) বলেছেন-' তোমাদের উপর জামায়াতী জীবন বাধ্যতামূলক। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত থাকা হতে বেঁচে থাকো। কেননা শয়তান একাকী জীবনে সঙ্গ নেয়। আর দু'ব্যক্তি হলে শয়তান দূরে সরে যায়। '(রাহে আমল-হাদীস নং-৩০৭)

মানুষের প্রধান শত্রু হচ্ছে শয়তান। আর জামায়াতবদ্ধতা শয়তান হতে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। দ্বীনি জামায়াতে অন্তর্ভুক্তি ছাড়া ব্যক্তির ঈমান কখনো নিরাপদ নয়। তাই রাসূল(সঃ) আরো বলেন' কোন জঙ্গলে অথবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে জামায়াতবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, আর তারা যদি তখন (জামায়াতবদ্ধভাবে) নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা না করে, তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই প্রভুত্ব ও আধিপত্য

www.pathagar.org

বিস্তার করবে। অতত্রব তুমি অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা নেকড়ে বাঘ পাল হতে বিচ্ছিন্ন ছাগল -ভেড়াকেই শিকার করে খায়।' (আবু দাউদ/নাসাঈ -হাদীস শরীফ পৃ: ১৭৬)

(৫) সর্বোত্তম জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে : পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দায়িত্বটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের জামায়াতকে দিয়েছেন। কোন একক ব্যক্তিকে নয়। কেননা এটি এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব যে, এক ব্যক্তির চেষ্টায় কখনো পালন করা সম্ভব নয়। তিনি যত বড় শক্তিশালী ব্যক্তিই হোন না কেন।

আল্লাহ পাক আবার আল কোরআনের অন্যত্র বলেন:-

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهُ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

তোমরা কেমন করে কাফের হতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসূল। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের। (সূরা আলে ইমরান ১০১)

www.pathagar.org

এখানে জামায়াতবদ্ধতাকে হেদায়াতের তথা সরল পথে ধাবিত হবার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) **ঈমানদারের অন্যতম গুণ :** পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন-

إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِيْنَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا

অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল করে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন। (সূরা নিসা-১৪৬)

এখানে জামায়াতবদ্ধতাকে ঈমানদারের একটি অন্যতম গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার আল কোরআনের অন্যত্র এসেছে :

وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

তোমরা আল্লাহর জন্যে জেহাদ কর যেভাবে জেহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দ্বীনের মধ্যে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে বন্ধন শক্ত কর। তিনিই তোমাদের মনিব। অতএব তিনি কত উত্তম মনিব এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হজ্জ-৭৮)

www.pathagar.org

এখানে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে একই দলভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাই ইসলামের নামে বিচ্ছিন্নতা কখনো মুসলমানের গুণ হতে পারে না।

(৭) আল্লাহর রহমত পাওয়ার মাধ্যম : জামায়াতবদ্ধ হয়ে পথ চললে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়। তাই আল্লাহ পাক বলেন

فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

অতএব, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে নিজ রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মত সরল পথে তুলে দেবেন। (সূরা নিসা-১৭৫)

এখানে ঈমান আনা এবং সংঘবদ্ধতাকে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল(সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে অথবা মুহাম্মদ(সঃ) এর উম্মতকে ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াতের উপরই আল্লাহর রহমত। সুতরাং যে জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযী-হাদীসের আলোকে মানব জীবন-হাদীস নং ২৩০)

মূলত জামায়াতবদ্ধ জীবনের অর্থ আধুনিক সমাজের দলীয় জীবন নয়। বরং এর অর্থ হলো, মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকে জীবন যাপন করা। জামায়াতী জীবনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে ইসলামী, চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজের উপর। কেউ যদি জামায়াতের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের মত আদর্শ, মত ও বিশ্বাস প্রচার করে, তবে তার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই না। কেননা সে এর মাধ্যমে একদিকে যেমনি ইসলামী আদর্শ বিরোধী কাজ করছে। তেমনি অন্যদিকে মানুষের ইসলামী পথ চলাকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই তার উপযুক্ত শাস্তি জাহান্নাম।

**(৮) আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায় :** পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর। (সূরা সফ-৪)

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পথে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামকারীকেই ভালোবাসেন বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেন- আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার জন্য পরস্পরকে ভালোবাসতো আজ তারা কোথায় ? আজ আমি তাদের কে নিজ ছায়াতলে আশ্রয় দেবো। আজ আমার ছায়া ব্যতিত কারো ছায়া নেই।'(মুসলিম-২৫৬৬)

**(৯) বিচ্ছিন্নতা হতে রক্ষা পেতে :** পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মূশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা শূরা-১৩)

এখানে আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করছেন মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা হতে বেঁচে থাকতে। আর তাই নবী করীম(সঃ) বলেছেন -'তিনজন লোক যখন কোন এলাকার মরুভূমির মধ্যে থাকবে, তখনো তাদের অসংগঠিত ও অসংবদ্ধ থাকা জায়েয নয়। তখনো তাদের মধ্য হতে একজনকে

আমীর নিযুক্ত করে নেয়া কর্তব্য। ( আবু দাউদ-হাদীস শরীফ-পৃ:১৭৫)

প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে মূলত মানুষকে জামায়াতবদ্ধ জীবনের অপরিহার্যতা অনুভবের জন্যই।

(১০) **জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে :** রাসূল(সঃ) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে চায় সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে। আর সংঘবদ্ধ দুই ব্যক্তি হতে বহু দূরে অবস্থান করে।' (রাহে আমল হাদীস নং ৩০৭)

**জামায়াতবদ্ধ হবার আসল উদ্দেশ্য :**

(১) একজন মুসলমানের জন্য আসল ফরয ইবাদত হলো নামায। আবার নামাযের জন্য ওযু করা ফরয। ঠিক তেমনিভাবে একজন মুসলমানের জন্য ইকামতে দ্বীন হলো আসল ফরয। আর এর জন্যই সংঘবদ্ধতা ফরয। ইকামতে দ্বীনের কাজ আনজাম দান সব ফরযের বড় ফরয। আর সংঘবদ্ধতা হলো দ্বিতীয় বড় ফরয। জামায়াতবদ্ধ না হলে দ্বীন কায়েমের কাজ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

(২) অনেক সময় ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইসলামী জামায়াত গড়ে উঠতে পারে দ্বীনের বিভিন্ন খেদমতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইকামতের দ্বীনের উদ্দেশ্য নেই এমন সংগঠনে শরীক হলেও সংঘবদ্ধতার ফরয আদায় হবেনা। যেমন- যে ব্যক্তি ওযু করলো কিন্তু নামায আদায় করলো না। সে ওযুর ফরয আদায় করেছে এ কথা বলা যাবে না।

(৩) নবী রাসূল কিংবা পয়গাম্বরদের মত পবিত্র চরিত্র বিরাট যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের পক্ষেও একদল সংঘবদ্ধ লোকের সাহায্য ছাড়া একা একা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা কখনো একা একা সম্ভব নয়। এমনকি নবী রাসূলদের মত পূত পবিত্র ব্যক্তিরাও একাকী দ্বীন কে বিজয়ী করতে পারেন নি। বরং যে নবীর দাওয়াত মানুষ ব্যপক ভাবে কবুল করেনি এবং যিনি একটি

সংঘবদ্ধ জামাত গঠন করতে পারেন নি। সে নবীর সময় দ্বীন বিজয়ী হতে পারেনি। সংখ্যা গরিষ্ঠ পরিমাণ লোকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন বড় উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাই প্রতিটি নবীই প্রথমে একদল সাথী সংগ্রহের জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাই কোন মুসলমানের ইসলামী জামায়াত হতে বিচ্ছিন্নতার কারণে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যদি বিলম্ব ঘটে কিংবা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তবে তাকেও আল্লাহর কাছে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

**জামায়াতী জীবনের ফজিলত :**

(১) ঈমান, এলম ও আমলের উপর্যুপরি উন্নতির মাধ্যমেই মুমিনের ব্যক্তি জীবন গড়ে উঠে। আর এ দিকগুলো গড়ে উঠার অন্যতম কার্যকরী মাধ্যমই হলো সংঘবদ্ধ জীবন যাপন। কেননা দলবদ্ধভাবে পথ চলতে গিয়েই রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে ঈমান, এলম ও আমলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই নেক কাজে তারা একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। যা বিচ্ছিন্ন জীবন চলায় কখনো সম্ভব হতো না।

(২) অনৈসলামিক সমাজে বসবাস করেও দ্বীনের পথে অবিচল থাকা সম্ভব হয় একদল নেক চরিত্রের সাথীদের সাহচর্য প্রাপ্তির মাধ্যমেই। কেননা মুমিনরা পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণের দিকে আহবান করে আর অকল্যাণের পথে যেতে বাধা দেয়।

(৩) মানুষ বেশির ভাগ সময় পথভ্রষ্ট হয়ে যায় নিজের নফসের দাসত্ব করতে গিয়ে। তখন আল্লাহর আনুগত্যের চাইতে নিজের ইচ্ছা আর খেয়াল খুশিই জীবনে বড় হয়ে দাঁড়ায়। তাই নফস, জ্বিন ও মানুষ শয়তানের আক্রমণ হতে ঈমানের প্রতিরক্ষা দেয়াল হিসেবে জামায়াতবদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(৪) পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে:-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ

اللّٰه فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْه حَقًّا فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآن وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِه مِنَ اللّٰه فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِه وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের কাছ হতে তাদের জীবন ও সম্পদ বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে। অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (সূরা তওবা ১১১)

বাইয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজের জান ও মাল বিক্রি করার অন্যতম মাধ্যম হলো জামায়াতবদ্ধতা। তাই বাইয়াতের দাবী পূরণ করতে হলে অবশ্যই জামায়াতবদ্ধ হতে হবে।

**দুনিয়ার জীবনে জামায়াতবদ্ধতার উপকারিতা :**

(১) আল্লাহর রাহে একই আদর্শের জন্য সংঘবদ্ধ ব্যক্তিদের মাঝে অনেক সময় এত বেশী হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠে, যা অনেক সময় আপন রক্ত সর্ম্পকীয় ব্যক্তিদের মাঝেও দেখা যায় না। রাসূল (সঃ) এর যুগে মক্কার মুহাজিরদেরকে মদীনার আনসাররা এত আপন করে নিয়ে ছিলো যে একে অন্যকে নিজের ব্যবসা, ঘরবাড়ি, এমনকি দু'জন স্ত্রী'র মধ্য হতে একজন কে তালাক দিয়ে উপহার হিসেবে প্রদান করার প্রস্তাব দিয়েছিলো। আল্লাহর জন্য যারা সংঘবদ্ধ হয় তাদের হৃদয়কে আল্লাহ পরস্পরের সাথে জুড়ে দেন বলে আল কোরআনে বলা হয়েছে। তাই যারা সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে চলে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও আন্তরিকতাবোধ অন্যদের চাইতে অনেক বেশী হয়।

(২) এমনকি স্বদেশ ছেড়ে দূর প্রবাসেও এ পথের সাথীদের আন্তরিকতার সম্পর্ক থাকে অনেক বেশী দৃঢ়। পৃথিবীর যে প্রান্তে হোক না কেন একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর কাছে তার আর এক দ্বীনি ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা আপন ভাইয়ের চাইতে কিছুতেই কম নয়।

www.pathagar.org

রাসূল (সঃ) বলেন, 'তিনটি জিনিস এমন- তার বর্তমানে কোন মুসলমানের অন্তরে মুনাফেকি জন্ম হতে পারে না। (১) যা করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। (২) যারা দায়িত্বশীল (নেতা) তাদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে। (৩) জামায়াতের সাথে একান্ত ভাবে জড়িত থাকবে। জামায়াতের অন্যদের দোয়া তাকে রক্ষা করবে।' (আবু দাউদ/তিরমিযী/নাসাঈ/ইবনে মাজা/বাইহাকী-৩০৪৭/ইবনে হাম্বল-৬৮০০)

**ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জামায়াতের প্রতি আনুগত্যঃ-**

(১) কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী না হলে আনুগত্য করা ফরয।

(২) জীবনের সব ক্ষেত্রেই জামায়াতের আনুগত্য জরুরী।

**জামায়াত ত্যাগের পরিণতি :**

(১) **জাহান্নামী হওয়া :** হযরত হারেসুল আশ'য়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, নবী(সঃ) বলেন- 'আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। (১) জামায়াত বদ্ধ হবে।(২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে। (৩) তার আনুগত্য করবে। (৪) হিজরত করবে।(৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন নিজের গর্দান হতে ইসলামের রশি খুলে ফেললো। তবে সে যদি আবার সংগঠনে ফিরে আসে তবে আলাদা কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের (অনৈক্য ও বিশৃংখলা) দিকে আহবান করবে সে হবে জাহান্নামী।

সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, যদি সে নামায রোযা আদায় করে। তাহলে? রাসূল(সঃ) বললেন তাহলেও। '(মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী-হাদীস শরীফ পৃ:-১৭৯)

(২) **ইসলাম হতে খারিজ :** হযরত আনাস রাদি আল্লাহ হতে বর্ণিত, রাসূল(সঃ)বলেছেন,- 'যে ব্যক্তি জামাত ত্যাগ করে এক বিগত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন ইসলামের রজ্জু হতে তার গর্দান আলাদা করে

নিলো। '(আহমাদ /আবু দাউদ-হাদীসের আলোকে মানব জীবন হাদীস নং ২৩১)

রাসূল(সঃ) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যগ করল এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম-৩৪৪২, হাদীসের আলোকে মানব জীবন হাদীস নং ২২৮)

রাসূল(সঃ) এই বাণী হতে প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে একজন ব্যক্তি যতই পরহেযগার হোন না কেন, তিনি যদি আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে কোন জামায়াতে একত্রিত না হন তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে তার জীবন হবে মূল্যহীন। আর একটি কথা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁরই নেতৃত্বে যে জামায়াত গঠিত হয়েছিলো তাকে 'আল জামায়াত' বলা হয়। মানে মুসলমানদের একমাত্র জামায়াত। তখন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সেই জামায়াতে অংশগ্রহণ ফরয ছিলো। আর তাতে যোগদান হতে দূরে থাকা ছিলো কুফরীর নামান্তর।

তবে নবী(সঃ) এর ইন্তেকালের পর একাধিক জামায়াত তৈরী হয়েছে। এর যে কোন একটিতে অবশ্যই যোগদান করতে হবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে সে জামায়াতের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। ফলে একই উদ্দেশ্যে একাধিক দল থাকলেও তাদের পরস্পরের মধ্যে কাজের সহযোগিতা ও সদ্ভাব থাকতে হবে। কেউ কারো সাথে দলাদলি করতে পারবে না। নবীর অবর্তমানে যদিও সমগ্র বিশ্বব্যাপী আমরা একটি দলই কেবল থাকুক এ দাবী করতে পারি না। তেমনি আবার আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সংগঠনেই একত্রিত না হয়ে নিজকে ইসলামের উপর কায়েম আছি ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করাও ব্যক্তির জন্য ঠিক নয়। কেননা ইসলামী জামাত হতে বিচ্ছিন্নতাকে ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাবার সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়েছে।

এ কারণেই আল্লাহর রাসূলের দ্বীনি দাওয়াত যারা কবুল করেছেন

তাদেরকে রাসূলের নেতৃত্ব মেনে জামায়াতবদ্ধ হবার তাগিদও আল্লাহই দিয়েছেন। এ জাতীয় সাংগঠনিক বন্ধন ছাড়া আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের পথে অগণিত বাধা দূর করা সম্ভব নয়। কেননা ইসলামী জামায়াতের আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য করা সহজ ও সম্ভবপর।

(৩) **দোযখের পথে ধাবিত হওয়া :** রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেন, 'জামায়াতের প্রতি আল্লাহর রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। যে বিচ্ছিন্ন হয় সে দোযখেই নিক্ষিপ্ত হয়।' ('তিরমিযী- ২১৬৬, হাদীসের আলোকে মানব জীবন হাদীস নং ২৩০)

এই হাদীসে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী জীবন যাপন কে দোযখের পথে চলার সমতুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

**ইসলামী জামায়াত বা সংগঠনের মূল উপাদান :**

(১) কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচী এবং কর্মপদ্ধতি।

(২) কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী নেতৃত্ব।

(৩) কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত মানের আনুগত্য।

(৪) এর সাধারণ ও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র সমগ্র এবং দুনিয়ার মানুষ। কিন্তু প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র যারা যে দেশে জন্মেছে, যে দেশে বসবাস করে সেই দেশ এবং সেই দেশের জনগণ।

এ কারণেই যে কোন স্থানে যেমন রাস্তায় কিংবা বাজারে মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়াকে 'ইসলামী জামায়াত' বলে না।

আর কোরআন সুন্নাহর আদর্শের সাথে একমত এমন জামায়াতের অনুসরণ প্রতিটি ব্যক্তি কে করতে হবে। এর চেয়ে উন্নত সংগঠনের খোঁজ পেলে তাতেই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। দুনিয়ার স্বার্থে জামায়াত ত্যাগ করা ইসলাম ত্যাগের মতই অন্যায়।

যে যেই জামাতে সম্পৃক্ত আছেন তাতে নিজের ঈমান আখলাকের জন্য

www.pathagar.org

ক্ষতিকর কোন কিছু থাকলে তা হতে বেরিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে নিজেরাই এর চেয়ে উন্নত জামায়াত গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন থাকা কিছুতেই জায়েয নয়।

**নির্দেশনা :**

(১) জামায়াতবদ্ধ থাকা সর্বাবস্থায় ফরয। সফরে, বনে, জঙ্গলে, সব সময় জামায়াতবদ্ধ থাকা রাসূলের নির্দেশ।

(২) আল্লাহর বিধান মানতে অবশ্যই জামায়াতবদ্ধ হতে হবে। বিকল্প কোন উপায়ে ইসলামের অনুশাসন মানা সম্ভব নয়।

(৩) এমন একটি জামায়াতের অনুসারী হতে হবে যাদের মৌলিক কাজ হবে মানব জাতিকে সৎ পথের আদেশ দেয়া। আর অসৎ কাজে বাঁধা দেয়া। আর এই জামায়াতের নেতৃত্ব হবে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।

(৪) ইসলামের সুমহান শিক্ষা গ্রহণ করে আরবের বর্বর জাহেল জাতি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গোটা সমাজে আমূল পরিবর্তন এনেছিলো। আজও সেই মানের সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে সেই সমাজ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

(৫) জামায়াত বিহীন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় লাঞ্ছিত।

**মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা :** একটি গল্প আছে, এক সময় একটি সবুজ শ্যামল বনভূমিতে বাস করতো ৩টি মহিষ। তারা সব সময় দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতো। তাই প্রচন্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে বনের মাংসাশী সিংহটির পক্ষে সম্ভব হতো না কখনো মহিষের দলটিকে আক্রমণ করার। কিন্তু লোভী সিংহটি সুযোগের আশায় দিন গুণতে লাগলো। কিভাবে মহিষগুলোকে খাওয়া যায়। একদিন সুযোগ বুঝে সিংহটি লাল ও কালো মহিষ দুটোকে বললো- তোমাদের তৃতীয় যে সঙ্গী মহিষটি আছে তার গায়ের রং তো সাদা। যা অনেক দূর হতেও যে কারো চোখে পড়ে। যদি বনে কোন শিকারী আসে তবে তার সাদা গায়ের রংয়ের ফলে

সহজেই এ বনে মহিষের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়ে যাবে। যা তোমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। যদি তোমরা রাজি থাকো তবে আমি তোমাদের সাদা সাথীটিকে খেয়ে নিতে পারি। এতে তোমাদের জীবনও আশংকামুক্ত হবে। মহিষ দুটো ভেবে দেখলো সিংহের কথায় তো যুক্তি আছে। সত্যিই তো সাদা সাথীটির অস্তিত্ব তো তাদের নিজেদের জন্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই তারা তাদের সাথীটিকে খাওয়ার ব্যাপারে সিংহের সাথে একমত হয়ে গেলো। এরপর সুযোগ বুঝে একদিন সিংহ সাদা মহিষটিকে খাওয়ার জন্য আক্রমণ করলো। সাদা মহিষটি নিজকে বাঁচাতে বাকী দু'সাথীর সাহায্য চেয়ে আর্তনাদ করতে লাগলো। কিন্তু আত্মস্বার্থের কথা ভেবে তারা বিপদগ্রস্ত সাথীকে সাহায্য করা হতে বিরত থাকলো। আর এ সুযোগে সিংহ সাদা মহিষটিকে খেয়ে ফেললো।

এর বেশ কিছু দিন পর সিংহটি আবার এলো। সে কালো মহিষটিকে বললো- তোমার যে লাল রংয়ের সাথীটি আছে তার গায়ের রং তো বেশ উজ্জ্বল। ফলে দূর হতে শিকারীর দৃষ্টিতে সহজেই তোমাদের মহিষদের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। তাই তুমি যদি তোমার সাথীটিকে খেতে সহযোগিতা কর, তবে তোমার অস্তিত্বও শংকামুক্ত হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্তে বনে বাস করতে পারবে। মহিষটি নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সিংহের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলো। তখন একদিন সিংহ লাল মহিষটিকে আক্রমণ করলো। বিপদগ্রস্ত মহিষটি নিজকে বাঁচাতে সাথীর সাহায্য চাইলো। কিন্তু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে সাথীর আর্তচিৎকার শুনতে পেয়েও কালো মহিষটি সাহায্য করতে এগিয়ে গেল না। আর সিংহও নিরাপদে নিজের অভিলাষ পূর্ণ করে নিলো। এবার সাথী বিহীন দল বিহীন একাকী কালো মহিষটিকে খেতে সিংহ বিন্দুমাত্র সময় ক্ষেপণ করল না।

এটি যদিও রূপক গল্প। কিন্তু এই গল্পের মাঝে মুসলমানদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। আজ মুসলিম রাষ্ট্র গুলোর অবস্থা হয়েছে আলোচ্য গল্পের মহিষগুলোর মত। বিধর্মীদের পক্ষ হতে মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্যের

শক্তিতে ফাটল ধরাতে সিংহ আর মহিষের এ গল্পেরই পুনরাবৃত্তি চলছে। কষ্টের ব্যাপার হচ্ছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যদিও বার বার ঘটছে। কিন্তু তা মুসলমানদের ঘুমন্ত চেতনাকে সচেতন করতে পারছেনা। একটির পর একটি মুসলিম দেশ অমুসলিমদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। কিন্তু আমরা মুসলমানরা আগুন লেগেছে তো আমার প্রতিবেশীর ঘরে। আমি তো নিরাপদ আছি। এই মনোভাব নিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করছি। তাই বিপদগ্রস্ত প্রতিবেশীর ঘরের আগুন নেভাতেও এগিয়ে আসছিনা। কিন্তু সেই দিন বেশী দূরে নয়। যখন এর দাহ্য ক্ষমতা আমাকেও গ্রাস করে নেবে। তাই সময় থাকতে মুসলমানদেরকে আত্মসচেতন হতে হবে। কাল ঘুমের তন্দ্রাচ্ছন্নতা ঝেড়ে জেগে উঠতে হবে। নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই মুসলমানদের নিজেদের ঐক্যের শক্তিকে জোরদার করতে হবে। সারা বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানদের যে দুর্দশা তার একমাত্র কারণই হল তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য।

এ কথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে পৃথিবীর দিকে দিকে যত নিপীড়িত মানুষের কান্না আর আর্তচিৎকার ভেসে আসছে তাদের সবারই পরিচয় এক -তারা মুসলিম। আরবের মুসলিম দেশগুলোর অনৈক্য আর কোন্দলের সুযোগে ইহুদী খ্রীষ্টানদের দ্বারা আজ লাঞ্ছিত হচ্ছে। পৃথিবীর মানচিত্র হতে মুসলমানদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে। এক সময়ে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোকে একের পর এক পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রকে বুঝতে আজ মুসলমানদের জামায়াতবদ্ধ হবার বিকল্প নেই। মুসলমানদের পরাজিত করার মত এমন কোন শক্তি যদিও পৃথিবীতে নেই। কিন্তু একমাত্র আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিরোধের মাধ্যমে যখনই মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়েছে তখনই বাইরের শত্রুরা মুসলমানদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষী।

বিচ্ছিন্ন পড়ে থাকা একটি কঞ্চি সহজে ভেঙ্গে ফেলা যায়। কিন্তু বিচ্ছিন্ন একাধিক কঞ্চিকে একত্রিত করে যে আঁটি বাঁধা হয়, তা এত বেশী

মজবুত হয় যে অনেক শক্তিমান লোকের পক্ষে ও তা ভাঙ্গা সম্ভব হয় না সহজে। তেমনি বিচ্ছিন্ন মুসলিম দেশগুলো একক ভাবে যতই শক্তিপূর্ণ হোক না কেন তার চাইতে তাদের সম্মিলিত জোটের শক্তি লাখো গুণ বেশী হতে বাধ্য। পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক মত বিরোধও অনৈক্যের ফলে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের শাস্তির ঘটনাগুলো একাধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে।

ছবি তোলা জায়েয কি নাজায়েয, কিংবা মুখমন্ডল ঢাকা উচিত কি অনুচিত, অথবা সূরা ফাতেহা পড়ার পর আমীন জোরে না আস্তে বলতে হবে। এ ছোট বিষয়গুলোকে বড় করে দেখে আমরা নিজেদের মধ্যে মত বিরোধের দেয়াল তুলে নিজেদের ঐক্যের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলছি। আমাদের সমস্ত শক্তি শেষ করে ফেলছি নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধেই। আসল শত্রুকে বুঝার শক্তি আজ আমাদের কোথায়?

অমুসলিম দেশ কর্তৃক সম্পূর্ণ নতুন উৎপাদিত প্রসাধনী সামগ্রীর খোঁজ আজ মুসলিম নারীদের নখদর্পণে থাকে। কিন্তু আফসোস গুজরাটে উগ্রবাদী হিন্দু কর্তৃক ধর্ষনের পর অগ্নিদগ্ধ করা হাজার হাজার মুসলিম বোনদের করুণ পরিণতির মর্মান্তিক খবর অনেক মুসলিম নারী শুধু নয় বরং পুরুষরাও জানে না। দাদীর বয়সী বৃদ্ধা নারীও যেমনি তাদের এই সব পৈচাশিকতার শিকার হয়েছিলো। তেমনি রেহাই পায়নি অন্তঃসত্ত্বা নারীও। ধর্ষনের পর হত্যা করে প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য এই সব মুসলিম নারীদের লাশও জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

'সায়রা বানু বলেছেন, আমার ননদ, কাউসার বানুর উপর যা ঘটেছে তা এক নজিরবিহীন বর্বরতা। সে ছিলো নয় মাসের গর্ভবতী। ধারালো চাকু দিয়ে দুর্বত্তরা প্রথমে তার পেট কেটে ভ্রূণ বের করে আনে এবং ভ্রূণটি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে এবং তার পর কাউসার বানুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।' (যুগান্তর ৩রা মে, ২০০২/ দৈনিক ইনকিলাব ২১ শে মে ২০০২)

যেমনি অজ্ঞাত অনেক মুসলমানের কাছেই ডক্টর আফিয়া সিদ্দিকীর হৃদয়

বিদারক ঘটনা। পাকিস্তানের অধিবাসী ডক্টর আফিয়া সিদ্দিকী একজন হাফেজে কোরআন এবং একজন নামকরা আলেমে দ্বীন। শুধু তাই নয় তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি হতে পি, এইচ -ডি ডিগ্রীধারী পৃথিবীর একমাত্র নিউরোলজিস্ট। যার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ১৪৪টি অনারারী ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট রয়েছে। তাকে তার ৩ সন্তান সহ করাচী হতে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা এফ, বি, আই অপহরণ করে। তাদের সন্দেহ তিনি আল -কায়েদার সাথে জড়িত। এখন তিনি আমেরিকার জেলখানায় বন্দী। প্রচন্ড মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের কারণে তিনি স্মৃতি শক্তি হারিয়ে উম্মাদে পরিণত হয়েছেন। শুধু তাই নয় তাকে বার বার যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। মাতাল, নেশাগ্রস্ত, অপরাধী, ধর্ষক পুরুষদের সাথে তাঁকে একই সেলে রাখা হয়েছে। আমাদের জাতিগত বিভেদের কারণেই একজন সম্মানিতা মুসলিম বোনকে মহিলা হয়েও এত চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

তেমনি আমরা অনেকেই জানি না ইরাকের আবু গোরাইব কারাগারে ধর্ষিতা নির্যাতিতা মুসলিম বোনদের বেদনাময় ঘটনার কথা। যাদেরকে কারাগারের অভ্যন্তরে দিনে রাতে অসংখ্যবার ধর্ষন করা হয়েছে। বিবস্ত্র করে নগ্ন অবস্থায় রাখা হয়েছে। অথচ রাসূলের বাণী অনুযায়ী যদি আমরা মুসলমানরা এক দেহ এক প্রাণ হতে পারতাম, তবে এই সব ঘটনাগুলো আমাদের চেতনার কাছ হতে বিদৃশ্য থাকার কথা ছিলো না। ব্যথাপ্রাপ্ত একটি আঙ্গুলের প্রতি সমবেদনা দেখিয়ে সমস্ত দেহে জ্বরের কাঁপুনির মত আমাদের সমস্ত মুসলমানদের হৃদয়েও এই ঘটনাগুলো সমান প্রতিক্রিয়া করার কথা ছিলো।

আমাদের প্রিয় সন্তানদেরকে আমরা যদিও আবদুর রহমান কিংবা খাদিজা নামে নামকরণ করছি। কিন্তু তাদের মধ্য হতে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেবার মত একটি মুসলিম নাম ছাড়া আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমাদের সন্তানদের মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা সমস্ত কিছু আজ বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। নিজস্ব মুসলিম জাতি সত্তাকে ভুলে গিয়ে তারা ইসলাম হতে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

আমেরিকা হতে আসা এক পরিচিতা একদিন আমাকে আফসোস করে বলেছিলেন- আমেরিকায় কয়েক প্রজন্ম ধরে বাস করা, একটি পরিবারে একটি সন্তানের মৃত্যু হলে কিছু মুসলমান যখন উদ্যোগী হয়ে লাশের গোসল ও অন্যান্য ব্যবস্থা করতে গেলো। তখন দেখা গেল মুসলিম রীতিনীতি অনুযায়ী লাশের গোসল দেয়া, কাফন পরানো এগুলোর ব্যাপারে মৃতের আত্মীয়রা অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। যেহেতু অজ্ঞতার জন্য তারা কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারেনি। তাই তারা খ্রীষ্টান রীতিতে কোট প্যান্ট পরিহিত অবস্থায় লাশ দাফন করতে অনুরোধ করেছিলো। এ ঘটনা মুসলমানদের নিজ ধর্মের প্রতি অজ্ঞতা এবং একে মানার ব্যাপারে উদাসিনতা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আর পোশাকের অন্ধ অনুকরণের আড়ালে আজ আমাদের সন্তানরা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই তাদের মাঝে নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা আর আবেগকে জাগ্রত করতে হবে। তাদেরকে পরস্পরের সাথে সীসা ঢালা প্রাচীরের বন্ধন তৈরীর শিক্ষা দিতে হবে। ইসলামী শতাব্দী ত্বরান্বিত করতে এর বিকল্প নেই।

আজ আন্ত কোন্দল আর মতবিরোধের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে আমাদের সমস্ত শক্তিনিঃশেষ হয়ে পড়ছে নিজেদেরই বিরুদ্ধে। তাই চারপাশে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে থাকা শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত শক্তি আমাদের নেই। সমস্ত পৃথিবীর ইসলাম বিরোধী শক্তি আজ মুসলমানদেরকে ধ্বংসের টার্গেট বানিয়েছে। এই অবস্থা হতে পরিত্রানের একমাত্র উপায় মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

মহান রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের মুসলমানদের হৃদয়গুলোকে ঐক্যের বন্ধনে জুড়ে দেন। আমাদের পরস্পরের সম্পর্ককে যেন সীসা ঢালা প্রাচীরের মত মজবুত করে দেন। আর সর্বোপরি আমাদেরকে একটি একক অদ্বিতীয় শক্তিশালী জাতি হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন।

www.pathagar.org

www.pathagar.org

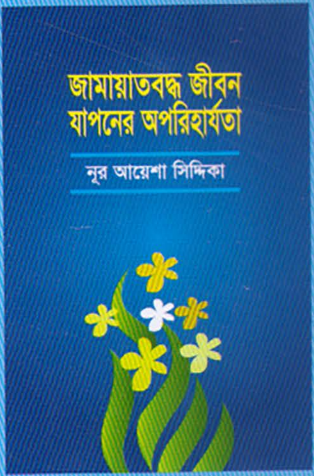


আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

ISBN : 978-984-8808-39-9